ঝিনাইদহ আইএইচটি’র পলাতক ডেন্টাল ইন্সট্রাক্টর কার্ত্তিক গোপালের চাকরী এখনো বহাল !

অর্ধশত ছাত্রীকে যৌন নির্যাতন, রাসুল পাক (সাঃ) কে নিয়ে কটুক্তি এবং মেয়েদের পর্দা নিয়ে বাজে মন্তব্য করা ঝিনাইদহ ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজির (আই.এইচ.টি) ডেন্টাল ইন্সট্রাক্টর ইসকন সদস্য কার্ত্তিক গোপাল বিশ্বাস এখনো চাকরিতে বহাল রয়েছেন।

গত ৫ আগষ্ট ছাত্র-জনতার বিপ্লবের পর ভারতে পালিয়ে যাওয়া কার্ত্তিক গোপাল বিশ্বাসের বিরুদ্ধে আদালতে একাধিক মামলায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ও তদন্তে দোষ প্রমাণিত হলেও স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর তাকে চাকরীচ্যুত করতে পারেনি। এ নিয়ে ঝিনাইদহ ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজিতে নতুন করে আন্দোলন দানা বেঁধে উঠতে পারে বলে নতুন করে আশংকা দেখা দিয়েছে।

অভিযোগ উঠেছে, ঢাকার স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর ও ঝিনাইদহ ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি স্বৈরাচারের দোসররা ইসকন সদস্য কার্ত্তিক গোপাল বিশ্বাসকে বাঁচাতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন। ফলে বিনা ছুটিতে প্রায় এক বছর কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকলেও তার বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করেনি। তিনি এখনো চাকুরীতে বহাল রয়েছেন।

আইএইচটি’র একটি সুত্র জানায় ছাত্রীদের যৌন নির্যাতন ও ধর্ম অবমাননার অভিযোগ ওঠায় কার্ত্তিক গোপাল বিশ্বাস পালিয়ে যান। ২০২৪ সালের ২ সেপ্টম্বর তিনি অজ্ঞাত স্থান থেকে পদত্যগপত্র পাঠিয়ে ভারতে পালিয়ে যান। ওই বছরের ৫ সেপ্টেম্বর ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি’র ছাত্র নাইমুল হাসান মারুফ কার্ত্তিক গোপালকে একমাত্র আসামী করে বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে মামলা করেন, যার মামলা নং ঝিসিআর-৮০৯/২৪। মামলাটি আমলে নিয়ে বিজ্ঞ বিচারক ফারুক আযম ঝিনাইদহ ডিবিকে তদন্তের নির্দেশ দেন।

এদিকে বিষয়টি তদন্তের জন্য গঠিত হয় তদন্ত কমিটি। ২০২৪ সালের ৩ সেপ্টম্বর পাঁচ পৃষ্ঠার একটি তদন্ত প্রতিবেদন ১৯৩৯ নং স্মারকে

স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরে পাঠানো হয়। তদন্ত প্রতিবেদনে ডেন্টাল ইন্সট্রাক্টর ও ইসকন সদস্য কার্ত্তিক গোপাল বিশ্বাসের বিরুদ্ধে দোষ প্রমানিত হয়। এ খবর নিশ্চিত করেন আইএইচটির সাবেক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডাঃ রেজিনা আহম্মেদ।

এদিকে ২০২৫ সালের ১৪ মে ডেন্টাল ইন্সট্রাক্টর কার্ত্তিক গোপালের বিরুদ্ধে আদালত গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করলেও এখনো তার কোন সন্ধানে পুলিশের দৃশ্যত কোন তৎপরতা নেই বলে মামলার বাদী অভিযোগ করেন।

শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, ডেন্টাল ইন্সট্রাক্টর কার্ত্তিক গোপাল বিশ্বাস ডেন্টালের ছাত্রীদের শহরের ব্যাপারীপাড়াস্থ তার চেম্বারে ডেকে এনে হাতে কলমে প্রশিক্ষনের নামে যৌন নির্যাতন চালাতেন। যৌন কর্মে লিপ্ত না হলে মৌখিক পরীক্ষায় ফেল ও লিখিত পরীক্ষায় কম মার্ক দিতেন। এভাবে লম্পট কার্ত্তিক গোপাল একাধিক ছাত্রীর সঙ্গে জোর করে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হতেন।

তাছাড়া কার্তিক গোপাল ক্লাসে নারী শিক্ষার্থীদের পর্দা করার বিষয়ে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে মানহানীকর বক্তব্য দিতেন। তিনি রাসুল পাক (সাঃ) ও আম্মাজান আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) কে নিয়েও ক্লাসে কটুক্তি করতেন। হাসিনা ক্ষমতায় থাকার কারণে শিক্ষার্থীরা কোন প্রতিবাদ করতে পারতেন না। লম্পট কার্ত্তিক গোপাল বিশ্বাসের দ্বৈত নাগরিকত্ব থাকায় গত ৫ আগষ্টের পর তিনি সহজেই ভারতের পালিয়ে যেতে সক্ষম হন।

এ বিষয়ে ঝিনাইদহ ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি’র অধ্যক্ষ ডাঃ রফিকুল ইসলাম জানান, বিষয়টি ঢাকার স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরকে আগেই লিখিত ভাবে জানানো হয়েছে। কিন্তু ৫ আগষ্টের পর অফিসিয়ালি অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এ কারণে হয়তো অধিদপ্তর এই চিঠি নাও পেতে পারে। তিনি জানান, কার্ত্তিকের বিরুদ্ধে মামলা ও গ্রেপ্তারী পরোয়ানার বিষয়টি উল্লেখ করে দ্রুতই অধিদপ্তরকে জানানো হবে।

ঢাকার স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (শৃংখলা) ডাঃ মিছবাহ উদদীন আহমদ জানান, তার দপ্তর এ বিষয়ে কিছুই জানে না। নতুন করে তিনি ঝিনাইদহ ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি কর্তৃপক্ষকে আবার চিঠি দিতে পরামর্শ দেন।

[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [

তবে অভিযোগ উঠেছে, স্থানীয় প্রভাব খাটিয়ে চুয়াডাঙ্গা টিটিসিতে তিনি নিজস্ব একটি বলয় তৈরি করেছেন। নিয়ম—কানুনের তোয়াক্কা না করে ইচ্ছামতো আসা—যাওয়া করেন। তার ভাই তরিকুল ইসলাম লাবলু এই ট্রেডের সহকারী প্রশিক্ষক। দুই ভাই মিলে অনেকটাই ইচ্ছামতো নিয়মের বাইরে গিয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করেন। তবে প্রশিক্ষণ প্রদানে যেমন ফাঁকি দেন, তার থেকে বেশি নির্ধারিত ড্রাইভিং পরীক্ষার সময়ে তাদের আচরণ বদলায়। প্রশিক্ষণার্থীদের ফেল করানোর নানা রকম হুমকি—ধমকি দিয়ে প্রতি ব্যাচেই তারা নেন মোটা অংকের টাকা। জনপ্রতি আড়াই হাজার থেকে তিন হাজার টাকা বা তার বেশিও নেওয়ার অভিযোগ আছে।

চুয়াডাঙ্গা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সূত্রে জানা গেছে, স্কিলস্ ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম এর আওতায় চুয়াডাঙ্গা টিটিসিতে সকাল—বিকেল মিলে মোট চারটি ব্যাচের ৯০ জন প্রশিক্ষণার্থীর পরীক্ষা ছিলো মঙ্গলবার। চুয়াডাঙ্গা বিআরটিএ—এর মাধ্যমে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। তবে পরিক্ষায় অংশ নেওয়া টিটিসির ৮৫ জন প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে ৫৯জনই পরিক্ষাতে ফেল করেছেন।

প্রশিক্ষণার্থীদের অভিযোগ, প্রশিক্ষণের বাকি সব ক্লাস ঠিকঠাক হলেও ব্যবহারিক ক্লাসে প্রশিক্ষকরা সময় দেন খুবই কম। প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময় থেকেই তারা প্রশিক্ষণার্থীদের পরীক্ষা নিয়ে নানা ভীতি দেখান। টাকা না দিলে কেউ পাশ করে না, যে টাকা দেবে না, তার দায়িত্ব তার নিজের। এই ধরনের নানা কথায় চাপে রাখেন প্রশিক্ষণার্থীদের।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে একাধিক প্রশিক্ষণার্থী বলেন, ‘শুরু থেকেই মনির স্যার ও তরিকুল স্যার আমাদের কাছে টাকা দাবি করে আসছেন। টাকা না দিলে ফেল করব, তারা আমাদের দায়িত্ব নিবে না, এমনটাই বলা হয়ে থাকে। মনির স্যার তো কখনো কখনো বলে থাকেন, যে টাকা দিবা না, সে পাশও করবা না। প্রশিক্ষণ নিয়ে লাভ নেই। বাড়ি যাও।’

নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক প্রশিক্ষণার্থী বলেন, ‘আমার বাড়ি জীবননগর উপজেলায়। আমার আব্বু একজন প্রতিবন্ধী। খুব কষ্টে আমাদের সংসার চলে। যাতায়াত ভাতা দেওয়ায় আমি সেইপ প্রকল্পের এই প্রশিক্ষণে ভর্তি হয়েছিলাম। কিন্তু দূর থেকে আসা যাওয়ার নানা সমস্যা থাকায় আমি যাতায়াত ভাতার কথা ভেবে চুয়াডাঙ্গায় ম্যাসে উঠেছি। তবে ড্রাইভিং প্রশিক্ষক মনির স্যারের আচরণে আমি খুব

টেনশনে ছিলাম। প্রথম থেকেই তিনি পাশ করার জন্য টাকা দাবি করেছিলেন। আমার পরিবারের আর্থিক অবস্থার কথা জানিয়ে আমি স্যারকে অনুরোধ করেছিলাম, আমার টাকাটা যেন না নেওয়া হয়। তিনি আমাকে বলেছিলেন, তোমার কোর্স করতে হবে না। তুমি পাশ করবা না। তোমার দায়িত্ব আমার না। শেষ পর্যন্ত আমি অনেক কষ্টে আড়াই হাজার টাকা দিতে বাধ্য হয়েছি।’

এদিকে, টিটিসির ড্রাইভিং ইন্সট্রাক্টর মো. মনিরুজ্জামান ও তার ভাই একই ট্রেডের সহকারী প্রশিক্ষক তরিকুল ইসলাম লাবলুর বিরুদ্ধে এর আগের প্রতিটি ব্যাচের প্রশিক্ষাণার্থীদের থেকেও মোটা টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। যারা দেয়নি, তাদের পাশ করানো হয়নি বলেও জানিয়েছেন পূর্বের ব্যাচের একাধিক প্রশিক্ষণার্থী। এ বিষয়ে স্থানীয় একটি পত্রিকা সংবাদ প্রকাশ করার পর প্রশিক্ষণার্থীদের টাকা ফেরত দিয়েছেন টিটিসির ড্রাইভিং ইন্সট্রাক্টর মো. মনিরুজ্জামান।

অপরদিকে স্থানীয় একটি পত্রিকা অফিসে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ ঘুষ দেওয়ার চেষ্টা করেন টিটিসির ড্রাইভিং ইন্সট্রাক্টর মো. মনিরুজ্জামান। ওই পত্রিকা অফিসের সিসিটিভি ফুটেজে মনিরুজ্জামানের দীর্ঘক্ষণ দাড়িয়ে থেকে ঘুষ দেওয়ার ভিডিও দেখা যাচ্ছে। তবে ওই সংবাদকর্মী দীর্ঘক্ষণ তাকে ফেরত পাঠানোর চেষ্টা করলেও তিনি ওই অফিসেই দাড়িয়ে থাকেন। শেষ পর্যন্ত ওই সংবাদকর্মী হাত জোড় টাকা না নিয়ে টিটিসির ড্রাইভিং ইন্সট্রাক্টর মো. মনিরুজ্জামানকে ফেরত পাঠান। ভিডিও ফুটেজে বিষয়টি স্পষ্ট প্রতীয়মান।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে টিটিসির ড্রাইভিং ইন্সট্রাক্টর মো. মনিরুজ্জামান প্রথমে অভিযোগ অস্বীকার করলেও পরবর্তীতে অভিযোগ অনেকটাই স্বীকার করে বলেন, ‘প্রশিক্ষণার্থীদের ড্রাইভিংয়ে পাশ করানোর জন্য নিঃস্বার্থ কিছু টাকা নিলেও আমি তা ফেরত দিয়ে দেব।’

অপরদিকে, ঘুষ দিতে ব্যার্থ হয়ে টিটিসির ড্রাইভিং ইন্সট্রাক্টর মো. মনিরুজ্জামান অকৃতকার্য কয়েকজন প্রশিক্ষণার্থীকে সাথে নিয়ে নিজে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে ছোট্ট একটি মানববন্ধন করার চেষ্টা করেন। ওই মানববন্ধনে টিটিসির ড্রাইভিং ইন্সট্রাক্টর মো. মনিরুজ্জামান টিটিসির অধ্যক্ষের কথায় এসছেন বলে জানালেও টিটিসির অধ্যক্ষ মানববন্ধনের বিষয়টি সম্পূর্ণ জানেন না বলে জানিয়েছেন।